সূচিপত্র

সন্তান : এক অমূল্য আমানাত / ১৩

বাবাই কারিগর / ১৭

জাহান্নাম থেকে বাঁচান / ২১

যা না হলেই নয় / ৩১

উপসংহার / ৫১

জিজ্ঞাসা ও জবাব / ৫৬

সন্তান : এক অমূল্য আমানাত

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

‘তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তো কেবল পরীক্ষাস্বরূপ।’[২]

ছেলেমেয়ে আল্লাহর দান। আল্লাহর পক্ষ থেকে এক অমূল্য আমানত। মূলত আল্লাহ মানুষকে সন্তানসন্ততি দিয়ে সম্মানিত করেন। বাবা-মায়ের জন্য সন্তান চোখের শীতলতা। এক বড়ো সম্পদ। একই সাথে এই সন্তানই এক মস্ত বড়ো পরীক্ষা। আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা। আল্লাহ দেখতে চান আপনি এদের পরিচর্যা করেন কি না—আদব-আখলাক, নিয়ামানুবর্তিতা শেখানোসহ দ্বীন শিক্ষা দেন কি না। এই যে আমানত, এ-ব্যাপারে আপনি কি অবহেলা করছেন অথবা এ ফরজ-দায়িত্ব পুরোই ধ্বংস করে দিলেন?—এ সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা। তিনি সব দেখছেন। আল্লাহর দেওয়া এ আমানতের ব্যাপারে আপনি কতটুকু দায়িত্বপালন করছেন, এটাই আপনার ওপর আরোপিত পরীক্ষা। ঈমানদার ও নাজাতপ্রাপ্ত মুমিনের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে আমানত রক্ষা করা। যারা নিজ ঈমানকে সত্যে পরিণত করেছে, তাদের ব্যাপারে সূরা মুমিনুনের শুরুতে আল্লাহ বলেছেন—

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

‘নিশ্চিতভাবেই সফলকাম হয়েছে মুমিনরা।’[৩]

---

২. সূরা তাগাবুন : ১৫

৩. সূরা মুমিনুন : ১

বাবাই কারিগর

এতে কোনো সন্দেহ নেই, বাবার দ্বারা সন্তান প্রভাবিত হয়। আদব-আখলাক, আচার-আচরণ, কথাবার্তা, চলাফেরা, দ্বীনদারিতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সন্তান তার বাবাকে অনুসরণ করে। মূলত সন্তান বেশি প্রভাবিত হয়ে থাকে বাবার মাধ্যমেই। যেমন বলা হয়—

وَيَنشَأُ ناشِئُ الفِتيانِ مِنّا عَلى مَا كانَ عَوَّدَهُ أَبوهُ.

'আমাদের উঠতি তরুণরা বাবার শেখানো অভ্যাস অনুযায়ী বেড়ে ওঠে।'[১০]

সন্তানকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও ফরজ-পালনসহ উন্নত চরিত্র, ভদ্রতা-শিষ্টাচারে অভ্যস্ত করে তুলুন। দেখবেন, সে এর ওপরই বড়ো হবে। শুরুতেই এর বিপরীত কিছুতে অভ্যস্ত করালে তাতেই বড়ো হবে। সে বাজে জিনিসে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, বাবার প্রভাব সন্তানের ওপর পড়ে। সন্তানের দ্বীনদারিতা কিংবা পাপ ও বিপথগামিতার পেছনে দেখা যায় বাবাও দ্বীনদার কিংবা পাপী ও বিপথগামী। যদি বাবা দ্বীনদার ও মুখলিস হন, তবে সন্তানও তেমনই হবে। আর বাবা ফাসিক ও পাপী হলে সন্তানও তার মতো হবে। তবে কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য ভিন্ন চিত্রও দেখা যায়। কিন্তু বেশিরভাগ

১০. একজন আরব কবির লেখা পঙ্‌ক্তি। বাস্তবধর্মী হওয়ায় অনেক আলিম তাদের বক্তব্য ও লেখনীতে প্রসঙ্গক্রমে এটি উদ্ধৃত করে থাকেন। যেমন—শাইখ সালিহ আল-ফাওজান, ইআনাতুল মুস্তাফিদি বি শারহি কিতাবিত তাওহিদ : ২/২৮২; শাইখ সুলাইমান আল-লাহিম, মারাকিল ইযযাতি ওয়া ওয়া মুকাওয়্যামাতুস সাআদাহ : ১/২৩৯; দুরুসুশ-শাইখ আবদির রহমান আস-সুদাইস : ৬/৪৭ । একইভাবে শাইখ আবদুর রাযযাক আল-বদরও এখানে প্রাসঙ্গিক হওয়ায় উল্লিখিত পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করেছেন। –ভাষা সম্পাদক

‘তোমার পরিবারবর্গকে সলাতের আদেশ দাও এবং তাতে অবিচল থাকো।’[২২]

এ ব্যাপারটায় আসলে অনেক ধৈর্য দরকার। সেই সাথে ক্লান্তি কিংবা বিরক্তি থাকা যাবে না। এক্ষেত্রে প্রচুর সবর প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ○ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

‘কিতাবে ইসমাঈলের কথাও স্মরণ করো। বস্তুত সে ছিল সত্য ওয়াদাকারী এবং একজন রসূল ও নবী। সে তার পরিবার-পরিজনকে সলাত ও যাকাতের নির্দেশ দিত। আর সে তার রবের কাছে পছন্দনীয় ছিল।’[২৩]

নিজ পরিবারকে তিনি সলাতের নির্দেশ দিতেন। এটি আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের তরিকা। তারা সন্তানদের সলাতের আদেশ দিতেন আর ধৈর্যধারণ করতেন। এক্ষেত্রে তাদের উদাহরণ ও কর্মপদ্ধতির অনুসরণ-অনুকরণই আমাদের ব্রত। এতে কিয়ামাতের দিনে তাদের সাথে আমাদের উত্থিত করা হতে পারে।

সাত বছর হলে সলাতের আদেশ দেওয়ার মানে হলো, বাচ্চাদের বলা যে—‘বাবা, সলাত পড়ো। এটা তোমার ওপর ফরজ। সলাত-ত্যাগ করা কুফর।’ সাত বছরে পৌঁছলে তাদেরকে এর শিক্ষা দিতে হবে। তাদের ওপর মেহনত করতে হবে।

২. দশ বছরে উপনীত হলে প্রয়োজনবোধে তাকে সলাতের জন্য প্রহার করা। দশ বছর বয়সেও যদি সে সলাতে আলসেমি করে, খেলাকে প্রাধান্য দেয়, সলাত ছেড়ে দেয়—তবে প্রয়োজনে তাকে পিটুনি দিতে হবে। এতে সে বুঝতে পারবে, ব্যাপারটা খুবই গুরুতর। হালকাভাবে নেওয়ার উপায় নেই।

---

২২. সূরা ত্বহা : ১৩২

২৩. সূরা মারইয়াম : ৫৪-৫৫

সে সতর্ক হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বাচ্চাকে মারার উদ্দেশ্য তাকে আদব শিক্ষা দেওয়া, তাকে বিনষ্ট করে ফেলা নয়। প্রহারের মাধ্যমে তাকে সংশোধন করার মানে হলো, এতে করে সে আদব-কায়দা শিখবে, আরও নিয়মনিষ্ঠ হবে। এভাবে সে মসজিদমুখী হবে। এটাই দ্বিতীয় পর্যায়—

وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ

'তাদের বয়স দশ বছর হয়ে গেলে (সলাত আদায় না করলে প্রয়োজনবোধে) প্রহার করবে।'

৩. বিছানা আলাদা করে দেওয়া। যদি সে দশ বছরে পৌঁছে, স্বপ্নদোষ হবার সময় হয়, তবে তার বিছানা আলাদা করে দিতে হবে। এই দিকটায় সজাগ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। সন্তানদের সবাইকে একই কাঁথার নিচে বা একসাথে একদম গায়ে গায়ে মিশে থাকতে দেবেন না। এভাবে বাচ্চারা ভালো অভ্যাসে অভ্যস্ত হবে। এ-ধরনের মূল্যবোধ অন্তরে গেঁথে যাবে। ছোটোবেলা থেকেই তারা বাজে অভ্যাস ও অসৎ আচরণ থেকে দূরে থাকার মধ্য দিয়ে বড়ো হবে। নিয়মমাফিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হবে। 'ঘুমের বিছানা আলাদা করে দেবে', অর্থাৎ তাদের একই কাঁথার নিচে ঘুমুতে দেওয়া যাবে না; বরং আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে।[২৪] কারণ হচ্ছে, একই কাঁথার নিচে ঘুমুতে দিলে ফলাফল

---

২৪. বিছানা পৃথক করার মাঝে দুটো দিক রয়েছে।

এক. বাবা-মায়ের থেকে সন্তানের বিছানা পৃথক করা।

দুই. সন্তানদের একে অপরের থেকে বিছানা পৃথক করা।

উভয় ক্ষেত্রেই বিছানা পৃথক করা আবশ্যিক। যদি কারও সামর্থ্য থাকে সন্তানদের জন্য আলাদা রুমের ব্যবস্থা করার, তাহলে সেটা করাই ভালো। তবে উলামায়ে কেরামের মতে বিছানা পৃথক করার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, প্রত্যেক সন্তানের জন্য আলাদা রুমের ব্যবস্থা করেতে হবে; বরং একই রুমে ভিন্ন খাট, চকি, ম্যাট্রেস বা ভিন্ন বিছানার ব্যবস্থা করলেও চলবে। তাও সম্ভব না হলে, আলাদা কাঁথা-কম্বলের ব্যবস্থা করতে হবে।

আর মায়ের সাথে মেয়ের এবং বাবার সাথে ছেলের শোয়ার অবকাশ থাকলেও হাদিসের আলোকে এটাও অনুচিত। "হযরত আব্দুর রহমান বিন আবী সাঈদ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—'এক পুরুষ অন্য পুরুষের সতরের দিকে দৃষ্টি দেবে না, এক নারী অন্য নারীর সতর দেখবে না। এক পুরুষ অন্য পুরুষের সাথে একই চাদরের নিচে শোবে না এবং এক নারী অন্য নারীর সাথে একই কাপড়ের নিচে শোবে না'।"[মুসনাদু

অতএব, আপনাকে নিজ সন্তানের আদর্শ হতে হবে। সন্তান যেন আপনাকে তার আদর্শ হিসেবে নেয়। আল্লাহ তাআলা বলেলেন—

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا

'তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহর মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ, যারা আল্লাহ ও শেষ দিনে আশা রাখে আর আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে।'[৪২]

বাবাকে নিজ সন্তানের জন্য উত্তম উদাহরণ হতে হবে। তিনি আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলবেন, হারাম থেকে বিরত থাকবেন। যখন ছেলেকে বলবেন, বাবা সলাত পড়ো, মসজিদে যাও, তখন নিজেই আগে অভ্যস্ত হোন। মসজিদে যান। আপনার আমল ও উদাহরণই যেন তার জন্য দাওয়াত হয়ে যায়। আপনি যখন তাকে কোনো হারাম বিষয়, যেমন—ধূমপান, নেশা ইত্যাদি থেকে বারণ করবেন, সর্বপ্রথম নিজেই এসব থেকে বিরত থাকুন। তা না হলে, এটা হবে স্ববিরোধিতা। নিজে বলছেন কিছু একটা থেকে বিরত থাকতে, আবার নিজেই এতে আক্রান্ত। আপনি সন্তানের কাছে কীভাবে আশা করেন সে আপনার অমুক কথাটা শুনবে, অথচ আপনি নিজেই সেটার বিপরীত করছেন? কীভাবে তার কাছে চাচ্ছেন সে অমুক কাজ থেকে বিরত থাকুক, অথচ নিজেই বিরত থাকতে পারছেন না? তাকে যা করতে বলবেন, সবার আগে নিজে করে দেখান। সন্তান লালনপালনে স্ববিরোধিতা ছাড়ুন। সাবধান হোন। এটা সন্তানের জন্য খুব ক্ষতিকর। আল্লাহ বানি ইসরায়িলকে বলেছিলেন—

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

'তোমরা কি মানুষকে সৎকাজ করতে বলো, আর নিজেদের কথা ভুলে যাও? অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করো। তাহলে কি তোমরা

৪২. সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : ২১

أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللهُ ۚ إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ○ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ○ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ○ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

'যখন লুকমান উপদেশ হিসেবে তার ছেলেকে বলেছিল, "বাবা, আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরিক কোরো না। আল্লাহর সাথে শরিক করা তো সবচেয়ে বড়ো জুলুম।" আমি মানুষকে তার বাবা-মায়ের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট (সহ্য) করে গর্ভে ধারণ করেছে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার ও তোমার বাবা-মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। প্রত্যাবর্তন তো আমার কাছেই। কিন্তু তারা যদি এই চেষ্টা করে, যাতে তুমি আমার সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো—যে-বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই—তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না। তবে দুনিয়ায় সৌহার্দ্যের সাথে তাদের সঙ্গ দেবে। আর যে আমার দিকে ফিরে এসেছে, তার পথ অনুসরণ করবে। অবশেষে আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদেরকে তোমাদের অতীত কৃতকর্ম জানাব। (লুকমান তার সন্তানকে আরও বলেছিল) "বাবা, কোনো বস্তু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা কোনো পাথরের মধ্যে কিংবা আসমানে অথবা ভূগর্ভেও থাকে, আল্লাহ সেটা উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ। বাবা, সলাত কায়িম করবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে, অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং বিপদে ধৈর্যধারণ করবে। এগুলো তো আবশ্যক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত। মানুষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না এবং জমিনে দম্ভভরে চলাচল কোরো না। আল্লাহ কোনো দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। চলনে মধ্যপন্থা অবলম্বন করো, কণ্ঠস্বর নিচু রেখো। সবচেয়ে খারাপ স্বর হচ্ছে গাধার কণ্ঠস্বর।"'[৫৩]

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও নেককাররা এই উপদেশমালার অনুসরণ করেছেন। ইবরাহীম ও ইয়াকুব আলাইহিমাস সালামের ব্যাপারে আল্লাহ

৫৩. সূরা লুকমান : ১৩-১৯